বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
টেলিফোনঃ ৫৮১৫৩৯১৬,৯১৩৯০০৫
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৬৮০
www.btmc.gov.bd
www.btmcho@gmail.com

১.০০। পটভূমিঃ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ লা জুলাই হতে ৭৪টি মিল নিয়ে বিটিএমসির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি ও সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। সরকারের বি-রাষ্ট্রীয়করণ শিল্পনীতির আওতায় ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫টি মিল হস্তান্তর, বিক্রি ও অবসায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত হস্তান্তরিত ও বিক্রিত ৭টি মিল সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহন করে বিটিএমসি'র নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে চালু ও বন্ধ মোট ২৫টি মিল রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি মিল ভাড়া পদ্ধতিতে চালু আছে, ২টি (খুলনা টেক্সটাইল মিলস্, খুলনা ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ) মিলে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে এবং অপর ১৫ টি মিলে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও জাতীয়করণকৃত নামমাত্র (বাস্তব সম্পদবিহীন) ৩টি মিল (১. পারুমা টেক্সটাইল মিলস লিঃ ২.এলাহী কটন মিলস্ লিঃ ৩. রুপালী কটন মিলস লিঃ) বিটিএমসির তালিকায় আছে। টিআইডিসি নামক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট "নিটার" নামে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে পরিচলিত হচ্ছে।

২.০০। ভিশন ও মিশনঃ

ভিশন: লাভজনক বিটিএমসি।

মিশন: বস্ত্র খাতে চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী যৌথবিনিয়োগ/পিপিপি এর মাধ্যমে বন্ধ মিলসমূহ চালুকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।

৩.০০। বিটিএমসি'র প্রধান কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যসমূহ:

৩.০১। বিটিএমসি'র প্রধান কার্যাবলীঃ

১. চালু মিলগুলো সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও বন্ধ মিলগুলো চালু করা;
২. দেশী-বিদেশী যৌথ বিনিয়োগ/পিপিপি এর মাধ্যমে মিলসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও চালুকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
৩. অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অপচয় হ্রাসকরণ এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
৪. উন্নয়নশীল কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন ও উৎপাদনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ;
৫. সরকারী সম্পদের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন;
৬. সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রেরণ;

৩.০২। বিটিএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. আয় বৃদ্ধিকরণ;
২. বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ;
৩. বস্ত্র শিল্প উন্নয়নে সহায়তাকরণ;
৪. দক্ষতা উন্নয়ন।

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৪.০০। পরিচালনা পর্ষদঃ

১৯৭২ সালে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস আদেশ নং-২৭(১৯৭২) এর ১১ ধারা মোতাবেক বিটিএমসি'র সার্বিক দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব/কর্তৃত্ব একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচজন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষদ এর উপর ন্যস্ত করা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত চেয়ারম্যান একজন অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা এবং পরিচালকগন যুগ্ম- সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা । বর্তমানে মিলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় তিনজন পরিচালক দ্বারা বিটিএমসি'র পরিচালক পর্ষদ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া পরিচালনা পর্ষদের সচিব হিসেবে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন।

৫.০০। কোম্পানী বোর্ডঃ

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি মিল যথা: (১) সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (২) দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (৩) দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (৪) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এবং (৫) রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (লিমিটেড বাই শেয়ার) হিসেবে নিবন্ধিত। উক্ত কোম্পানী বোর্ডে বিটিএমসি'র পরিচালক পর্ষদের একজন সদস্য চেয়ারম্যান/সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও বিটিএমসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসক, অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মিলের প্রধান নির্বাহী, উক্ত কোম্পানী বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন । কোম্পানী আইনের বিধানানুযায়ী কোম্পানীর বোর্ড সভা এবং বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়।

৬.০০। ১৯৭২ সাল থেকে হালনাগাদ বিটিএমসি'র সার্বিক মিলের সংখ্যাঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	মিল সংখ্যা
১.	১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে জাতীয়করণকৃত ;	৭৪
২.	১৯৭৫-৮৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিটিএমসি কর্তৃক স্থাপিত ;	১২
৩.	**মোট (১+২)**	**৮৬**
৪.	১৯৭৭-৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ে সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত;	৩০
৫.	১৯৮২-৮৩ সালে অবসায়নের মাধ্যমে লিকুইডেশন সেল কর্তৃক বিক্রিত;	০৩
৬.	১৯৭৭-২০১০ সালে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত;	১২
৭.	২০০০-২০১১ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত;	০৯
৮.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত ;	০৪
৯.	**উপমোট (৪ থেকে ৮):**	**৫৮**
১০.	বিটিএমসি'র বর্তমান মিলঃ	
(ক)	ভাড়ায় পদ্ধতিতে চালু;	০৮
(খ)	উৎপাদনবন্ধ অবস্থায়(পুন:গ্রহনকৃত ৭টি মিরসহ)	১৫
(গ)	টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন	০২
১১	**উপমোট (১০):**	**২৫**
১২	১৯৭১-৭২ সালে জাতীয়করণের তালিকায় নামমাত্র মিল (বাস্তব সম্পদবিহীন)	০৩
	মোট (৯+১১+ ১২):	**৮৬**

৭.০০। বিটিএমসি'র মিলসমূহের জেলা ভিত্তিক চিত্র (ম্যাপ) ও মিলসমূহের তালিকাঃ

৮০০। বিগত দুই বছরে (২০১৭-১৮ ও ২০১৬-১৭)উৎপাদন , আয়-ব্যয় ও লাভ/লোকসানের তুলনামুলক চিত্রঃ

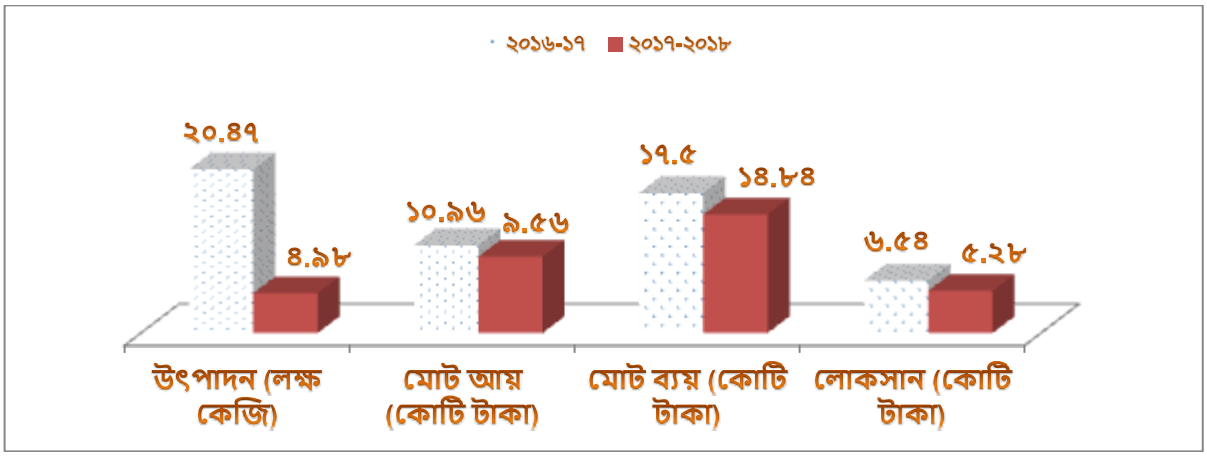

ক্রমিক নং	বিবরন	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭
১.	উৎপাদন(লক্ষ কেজি)	*৪.৯৮	২০.৪৭
২.	আয়(কোটি টাকা)	৯.৫৬	১০.৯৬
৩.	ব্যয় (কোটি টাকা)	১৪.৮৪	১৭.৫০
৪.	লাভ/(লোকসান) (কোটি টাকা)	(৫.২৮)	(৬.৫৪)

*অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত ৬টি মিল সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু ছিল। নভেম্বর'১৭ থেকে ৭টি মিল ভাড়া পদ্ধতিতে চালু রয়েছে।

৯.০০। একনজরে বিটিএমসি'র বাজেটঃ

(ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছর

(আংকঃ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫(৩+৪)**
(ক)	আয়ঃ	১৭.০২	৪.২৬	২১.২৮
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৯.৫২	৬.৫২	১৬.০৪
	২। অন্যান্য ব্যয়	১৭.৩৫	১৫.০৫	৩২.৪০
(গ)	**ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়**	**(৯.৮৫)**	**(১৭.৩১)**	**(২৭.১৬)**
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	২.০৭	০.২৭	২.৩৪
(ঙ)	মোট ব্যয়(খ+ ঘ)	২৮.৯৪	২১.৮৪	৫০.৭৮

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

(আংকঃ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫(৩+৪)**
(ক)	আয়	১৯.৩৭	২.৪৭	২১.৮৪
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৯.২৩	৪.০৭	১৩.৩০
	২। অন্যান্য ব্যয়	১৮.১৬	১৩.৩৬	৩১.৫২
(গ)	**ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়**	**(৮.০২)**	**(১৪.৯৬)**	**(২২.৯৮)**
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	৫.৫৪	০.৫০	৬.০৪
(ঙ)	**মোট ব্যয় (খ+ ঘ)**	**৩২.৯৩**	**১৭.৯৩**	**৫০.৮৬**

১০.০০। অডিট আপত্তিঃ

০১জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিটিএমসি এবং মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের আপত্তির সংখ্যা ও আর্থিক সংশ্লেষঃ

(অংকঃ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	প্রারম্ভিক আপত্তি (১লা জুলাই'১৭)		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি		অনিষ্পন্ন আপত্তি (৩০জুন'২০১৮)	
	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)		সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বিটিএমসি	২৮৩০	৬২৪২.৬৫	২২	৫৫	১০.১৬	২৭৭৫	৬২৩২.৪৯

১১.০০। জাতীয় অর্থনীতিতে একনজরে বিটিএমসির ভুমিকাঃ

১২.০০। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানঃ

(ক) কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে ৬৫০ শ্রম ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;

১৩.০০। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ ও ওয়ার্কসপঃ

২০১৮-১৯ সালের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে এবং বিটিএমসির সাথে মিলগুলোর বার্ষিক কমর্সম্পাদন চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও এপিএ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিএমসি ও মিলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মশালা করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর ও কর্মশালার কিছু চিত্র নিম্নে দেখানো হলোঃ

২০/০৬/১৮খ্রি:তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০১৮-১৯ এপিএ চুক্তি সম্পাদন।

১৯/০৬/১৮খ্রি: তারিখে বিভিন্ন মিলের সাথে বিটিএমসি'র ২০১৮-১৯ এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন।

১৪.০০। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ বিনিয়োগ/পিপিপি এর মাধ্যমে মিলগুলো আধুনিকায়নের প্রচেষ্টাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুযায়ী যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে মিলগুলো আধুনিকায়নের প্রচেষ্টার আওতায় দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যহত আছে। ।

১৫.০০। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

(ক) চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লীঃ

সরকারের শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গোদনাইল, নারায়নগঞ্জ শিল্প এলাকায় বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন চিত্তরঞ্জন রঞ্জন কটন মিলের ২২.৬০ একর জমি চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী (Chittaranjan Textile Polli)-তে রুপান্তর করা হয়েছে। এক কালের ঐতিহাসিক নদী বন্দর নারায়নগঞ্জ এর শীতালক্ষা নদীর তীরে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বস্ত্রশিল্প নগরী হিসেবে গড়ে তোলাই টেক্সটাইল পল্লী মূল লক্ষ। এখানে আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির টেক্সটাইল শিল্প স্থাপনের জন্য সকল সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে নৌ, স্থল ও রেল পথে পন্য পরিবহনের ত্রিমুখী সুবিধা। ইতোমধ্যে ৭টি প্লট বিত্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্লট বিক্রয়ের জন্য দরদপত্র আহ্বানের পর্যায়ে আছে। ১টি প্লট বিক্রয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(খ) খুলনা টেক্সটাইল পল্লীঃ

সরকারের শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় খুলনা শহরের েবয়রা মেইন রোডে অবস্থিত বিটিএমসি'র খুলনা টেক্সটাইল মিলের ২৫.৬ একর জমি **খুলনা টেক্সটাইল পল্লী** (Khulna Textile Polli)- তে রুপান্তর করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির বস্ত্রশিল্প নগরী হিসেবে গড়ে তোলাই **খুলনা টেক্সটাইল পল্লী** (Khulna Textile Polli)- লক্ষ্যে হিসেবে গড়ে তোলাই টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের মূল লক্ষ্য। এখানে আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির টেক্সটাইল শিল্প স্থাপনের জন্য সকল সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে। প্লট বিক্রির জন্য ২য় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

১৬.০০। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বর্তমানে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব মিলগুলোর সম্পদ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহারে বেসরকারি দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে। সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের আলোকে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাথে পিপিপি ও যৌথ উদ্যোগে আধুনিকায়ন ও নতুন গ্রীন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক আধুনিক স্পিনিং, উইভিং, ডাইং-ফিনিশিং সম্বলিত কম্পোজিট টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বিটিএমসি'র ১৬টি মিল CCEA (Cabinate Council on Economic Affairs)-এ নীতিগত অনুমোদিত হয়েছে। ১৬টি মিলের মধ্যে ১। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস্, ডেমরা, ঢাকা এবং ২। কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস্, টঙ্গী, গাজীপুর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়মিত মত-বিনিময় অব্যাহত আছে।